

ART in Embassies Program



United States Embassy Dhaka

যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস ঢাকা

দূতাবাসে শিল্পকর্ম প্রদর্শনী কর্মসূচী

Cover

The Wedding Dance, NYC, 2000

Gelatin silver print, 20 x 24 in. (50,8 x 61 cm)

*Courtesy of the artist and June Kelly Gallery, New York, New York*

দি ওয়েডিং ড্যান্স, নিউ ইয়র্ক সিটি, ২০০০

জিলাটিন সিলভার প্রিন্ট ২০ গুণন ২৮ ইঞ্চি

শিল্পী এবং জুন কেলি গ্যালারি, নিউ ইয়র্ক, নিউ ইয়র্কের সৌজন্যে

United States Embassy Dhaka

যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস ঢাকা

ART in Embassies Program

দূতাবাসে শিল্পকর্ম প্রদর্শনী কর্মসূচী



## INTRODUCTION

We are happy to welcome you to the home of the United States Ambassador in Dhaka, Bangladesh. To portray the strengthening of the world through the alliances of different cultures, we have chosen artwork to represent “many becoming one.”

The selected works show the tolerance, exhilaration, energy and sometimes tragedy that make up the American experience. Mosaics represent our interlocking, overlapping cultures. While each mosaic piece is complete and individual

in itself, it is only when the piece joins with others that its true strength emerges. Several paintings convey a restless sense of physical movement that is quintessentially American.

Our exhibition includes art from a gallery owned by a great-grandson of Tagore, Bangladesh’s revered poet. We have also chosen two pieces of African-American art, including one by the widow of Arthur Ashe, a true American hero. Another painting communicates the energy of the city, where a tenement roof is a multipurpose refuge: for sleep, for play, for parties, for cooling off. This picture and others evoked wonderful memories for us.

We thank the June Kelly Gallery, the Sundaram Tagore Gallery, Pavel Zoubok Gallery, Cheryl Pelavin Fine Art Gallery, and Michael Molly, independent artist, for their assistance in bringing this provocative display to life through the ART in Embassies Program of the U.S. State Department.

This exhibition is inclusive and eclectic: artists are male, female, African-American; media includes acrylic, steel, canvas, oils – even roses. America’s inclusiveness, beauty and energy are proudly on display here.

Enjoy.

Ambassador Harry K. Thomas, Jr. and Ericka Smith-Thomas

*Dhaka  
May 2004*

ঢাকায় যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূতের বাসভবনে আপনাদের সানন্দে স্বাগত জানাই। বিভিন্ন সংস্কৃতির সমন্বয়ে বিশ্বকে সঞ্জীবিত করে তোলার ছবিটি ফুটিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে আমরা যে সব চিত্রকলা সংগ্রহ করেছি, সেগুলোতে প্রতিফলিত হয়েছে “বৈচিত্র্যের ঐক্যধারা।”

বাছাই করা এসব চিত্রকলায় প্রতিভাত হয়েছে সহনশীলতা, সহর্ষ উদ্দীপনা, জীবনীশক্তি এবং কখনো কখনো সেইসব ট্রাজেডী যেগুলোর সম্মিলনে গড়ে উঠেছে আমেরিকান অভিজ্ঞতা। মোজেইকের মাধ্যমে প্রমুর্ত হয়েছে আমাদের পরস্পর-সম্পর্কযুক্ত, বৈচিত্র্যগ্রাহী সাংস্কৃতিক বিন্যাস। মোজেইকের প্রতিটি চিত্রই নিজস্বতায় ভাস্বর ও পূর্ণাঙ্গ হলেও অপর পটগুলির সঙ্গে যুক্ত হলেই যেন তার প্রকৃত শক্তিমত্তা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। কয়েকটি চিত্রকলায় ভোঁত সঞ্চরণের চাঞ্চল্য লক্ষ্যনীয়, এটি আমেরিকান স্বাতন্ত্র্যবোধেরই পরিচয় বহন করে।

বাংলাদেশের সর্বজনশ্রেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একজন প্রপৌত্রের গ্যালারি থেকে আনা চিত্রকলা আমাদের প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে। দুটি আফ্রিকান-আমেরিকান চিত্রকলাও আমরা সংগ্রহ করেছি, এর মধ্যে একটির শিল্পী হচ্ছেন আর্থার এ্যাশের বিধবা পত্নী, যিনি ছিলেন আমেরিকান জীবনচর্যায় একজন প্রকৃত নায়ক। অপর একটি চিত্রকলায় সঞ্চারিত হয়েছে নগর জীবনের দ্বন্দ্বিকতা, যেখানে একটি আবাসনের ছাদ হয়ে উঠেছে বিচিত্র কর্মকাণ্ডের প্রতীক: ঘুম, খেলাধুলা, পার্টি এবং অবসাদমোচন। এ ধরনের চিত্রকলা আমাদের দুর্মোচ্য স্মৃতিগুলোকে জাগিয়ে তোলে।

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের পরিচালিত দূতাবাসে চিত্রকলা প্রদর্শনী কর্মসূচীর মাধ্যমে এসব মনোগ্রাহী চিত্রকলা সংগ্রহে সহযোগিতার জন্যে জুন কেলি গ্যালারি, সুন্দরম ঠাকুর, পেলাভিন ললিতকলা এবং স্বাধীন শিল্পী মাইকেল মলিকে আমরা প্রাণঢালা সাধুবাদ জানাই।

এই চিত্র-প্রদর্শনী ব্যাপক ও বিভিন্নধর্মী: শিল্পীরা পুরুষ, মহিলা, আফ্রিকান-আমেরিকান; মাধ্যমগুলোর মধ্যে রয়েছে এ্যাক্রিলিক, স্টীল, ক্যানভাস, তৈল - এমনকি গোলাপও। আমেরিকার বহুমাত্রিকতা, সৌন্দর্য ও কর্মোদ্যম এসব চিত্রকলায় সর্গোরবে বিধৃত হয়েছে।

স্বাগতম।

রাষ্ট্রদূত হারি কে. টমাস, জুনিয়র এবং এরিকা স্মিথ-টমাস

ঢাকা  
মে ২০০৪

# The ART in Embassies Program

The ART in Embassies Program is a unique blend of art, diplomacy, politics, and culture. Regardless of the medium, style, or subject matter, art transcends barriers of language and provides the means for ART to achieve its mission: to promote dialogue through the international language of art that leads to mutual respect and understanding between diverse cultures.

Modestly conceived in 1964, this visual diplomacy initiative has evolved into a sophisticated program that curates exhibitions, managing and exhibiting more than 3,500 original works of loaned art by United States citizens. The work is displayed in the public rooms of some 180 U.S. embassy residences and diplomatic missions worldwide. These exhibitions, with their diverse themes and content, silently yet persuasively represent one of the most important principles of our democracy: freedom of expression. The art is a great source of pride to U.S. ambassadors, assisting them in multi-functional outreach to the host country's educational, cultural, business, and diplomatic communities.

Works of art exhibited through the program encompass a variety of media and styles, ranging from eighteenth century colonial portraiture to contemporary glass sculpture. They are obtained through the generosity of lending sources that include U.S. museums, galleries, artists, institutions, corporations, and private collectors. In viewing the exhibitions, the thousands of guests who visit U.S. embassy residences each year have the opportunity to learn about our nation – its history, customs, values, and aspirations – by experiencing firsthand the international lines of communication known to us all as art.

The ART in Embassies Program is proud to lead this global effort to present the artistic accomplishments of the people of the United States. We invite you to visit the ART web site, <http://aiep.state.gov>, which features on-line versions of all exhibitions worldwide, and hyperlinks with artists and lenders.

## দুতাবাসে শিল্পকর্ম প্রদর্শনী কর্মসূচী

দুতাবাসে শিল্পকর্ম প্রদর্শনীর কর্মসূচী হচ্ছে শিল্পকলা ও কূটনীতি এবং রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের এক অভূতপূর্ব সন্নিবেশ। মাধ্যম, আঞ্জিক, কিম্বা বিষয়বস্তু যাই হোক না কেন, শিল্পকলা অন্যায়সে ডিজিজে যায় ভাষাগত প্রতিবন্ধকতা এবং অর্জন করে তার মৌল লক্ষ্য: শিল্পকলার আনুজর্জাতিক আবেদনের ভিত্তিতে পারস্পরিক ভাব বিনিময়ের ক্ষেত্র সম্প্রসারণ এবং এর মাধ্যমে বিভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতা সৃষ্টি ও শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রতকরণ।

১৯৬৪ সালে অত্যন্ত ক্ষুদ্র আকারে যে দৃষ্টিগ্রাহ্য কূটনীতির সূচনা হয়েছিলো তা এখন সাড়ে তিন হাজারেরও বেশী মূল শিল্পকর্ম-সমৃদ্ধ এক বিশাল দৃষ্টিনন্দন প্রদর্শনীতে পরিণত হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ ঋণস্বরূপ এসব মূল্যবান শিল্পকর্ম প্রদান করেছেন। এই শিল্পকর্মগুলো সমগ্র বিশ্ব জুড়ে ১৮০টি দেশে মার্কিন দুতাবাসের বাসভবন ও কূটনৈতিক মিশনসমূহে প্রদর্শিত হচ্ছে। এসব প্রদর্শনীর মাধ্যমে বৈচিত্র্যময় বিষয় ও ভাবানুষ্ণঞ্জের আশ্রয়ে নিঃশব্দে হলেও অত্যন্ত জোরালোভাবে যা প্রকাশ পেয়েছে তা আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নীতিনির্দেশনা: বাক স্বাধীনতা। যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূতদের জন্য গোরবের এক মহান উৎসই হচ্ছে শিল্পকলা, কেননা এর মাধ্যমেই তাঁরা সংশ্লিষ্ট দেশসমূহের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ব্যবসায়িক পরিমন্ডল এবং কূটনৈতিক সম্প্রদায়ের সংগে বহুমুখী সম্পর্কসূত্র গড়ে তোলেন।

এই কর্মসূচীর আওতায় প্রদর্শিত শিল্পকর্মে অষ্টাদশ শতকের ঔপনিবেশিক পোর্টেট ঐতিহ্য থেকে সাম্প্রতিক কালের কাচ-স্থাপত্যের নিদর্শনসহ বহুবিচিত্র মাধ্যম ও আঞ্জিক বিধৃত হয়েছে। এসব শিল্পকর্ম ঋণ হিসেবে সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন জাদুঘর, গ্যালারি, শিল্পী, প্রতিষ্ঠান, কর্পোরেশন ও বেসরকারী সংগ্রাহকদের বদান্যতায়। প্রতি বছর যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন দুতাবাসের বাসভবনসমূহে আগত হাজার হাজার অতিথি এসব প্রদর্শনী দেখে আমাদের জাতিসত্তা -- এর ইতিহাস, আচার-আচরণ, মূল্যবোধ ও আশা-আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে অবগত হবার সুযোগ পান।

দুতাবাসে শিল্পকর্ম প্রদর্শনী কর্মসূচীর মাধ্যমে আনুজর্জাতিক পর্যায়ে মার্কিন জনগণের শৈল্পিক অর্জনের শ্রেষ্ঠ নমুনা তুলে ধরার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পেরে আমরা গর্বিত। আমরা আপনাদেরকে আর্ট-বিষয়ক ওয়েবসাইট <http://aiep.state.gov> দেখতে আমন্ত্রণ জানাই। এখানে আপনারা এই কর্মসূচীর বিশ্বব্যাপী সকল প্রদর্শনী অন-লাইনে উপভোগ করতে পারবেন।

## Nathan Slate Joseph (born 1944)

Born in Israel in 1944, Nathan Slate Joseph left for New York in 1961. In addition to time spent at the Pratt Institute, the New School for Social Research, and the Art Students League in New York and Woodstock, Joseph received an informal art education through interaction with such artists as John Chamberlain and Larry Rivers.

During the early seventies, Joseph worked with found objects from the New York streets and experimented with various techniques, discovering, in the late seventies, how to apply pure pigments onto sheet metal. In order to produce his current works, Joseph exposes sheets of zinc-galvanized steel to the elements on the rooftop of his building. He aids the oxidation process through various methods and adds raw pigments to the rusted metal surfaces.

Joseph was nominated for a Guggenheim Fellowship in 1982. The artist has also held teaching positions at Bezalel Academy in Jerusalem and the International School of Photography in New York. Joseph's works are included in various museum collections around the world including the Albright Knox Gallery in Buffalo, New York; the Brooklyn Museum of Art and the Museum of Modern Art, both in New York; and the Regensburg Museum, Germany. Selected architectural commissions include the Jean-George Restaurant at the Trump Building and the building façade of the Heritage Health and Housing, Inc., both in New York City.

## ন্যাথান স্লেট যোসেফ (জন্ম ১৯৪৪)

ন্যাথান স্লেট যোসেফ ১৯৪৪ সালে ইসরায়েলে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৬১ সালে নিউ ইয়র্কে পাড়ি জমান। নিউ ইয়র্ক ও উডস্টকে প্র্যাট ইন্সটিটিউট, নিউ স্কুল ফর সোশ্যাল রিসার্চ এবং আর্ট স্টুডেন্টস্ লীগে অধ্যয়ন ছাড়াও জন চেম্বারলেইন ও ল্যারি রিভাসের মতো স্বনামখ্যাত শিল্পীদের সঙ্গে মত বিনিময়ের মাধ্যমে যোসেফ শিল্পকলায় অনানুষ্ঠানিক শিক্ষালাভ করেন।

সত্তর দশকের গোড়ার দিকে নিউ ইয়র্কের পথঘাট থেকে কুড়োনো বস্ত্র নিয়ে কাজ করেন যোসেফ, বিভিন্ন কৌশল নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান এবং সত্তর দশকের শেষের দিকে আবিষ্কার করেন ধাতব পাতের ওপর বিশুদ্ধ রঙের প্রয়োগ পদ্ধতি। বর্তমানে যে ধরনের শিল্পকর্ম সৃষ্টি করে চলেছেন যোসেফ, সেগুলোর জন্যে তিনি তাঁর ব্যাড্রিং খোলা ছাদে জিংকের পরত দেয়া ইস্পাতের পাত রৌদ্র ও বৃষ্টিতে ফেলে রাখেন। অক্সিডেশন প্রক্রিয়াকে তিনি বিভিন্নভাবে সহায়তা করেন এবং মরিচা ধরা ধাতব পাতে কাঁচা রঙ প্রয়োগ করেন।

যোসেফ ১৯৮২ সালে গুগেনহাইম ফেলোশিপের জন্য মনোনয়ন পান। তিনি জেরুজালেমে বেজালেন একাডেমী এবং নিউ ইয়র্কে ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অব ফটোগ্রাফিতে শিক্ষকতার পদ গ্রহণ করেন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মিউজিয়াম সংগ্রহে যোসেফের শিল্পকর্ম স্থান পেয়েছে। এগুলোর মধ্যে উলেখযোগ্য কয়েকটি হচ্ছে, অলব্রাইট নক্স গ্যালারি, বাফেলো, নিউ ইয়র্ক; ব্রুকলিন মিউজিয়াম অব আর্ট ও মিউজিয়াম অব মডার্ন আর্ট, নিউ ইয়র্ক; এবং রেগেন্সবার্গ মিউজিয়াম, জার্মানী। বাছাইকৃত স্থাপত্যকলার অংশ হিসেবে যে সব ভবনে তার শিল্পকলা গৃহীত হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে রয়েছে ট্রাম্প বিল্ডিং-এর জীন জর্জ রেস্টুরেন্ট এবং হেরিটেজ হেলথ এ্যান্ড হাউসিং ভবনের সম্মুখভাগ। এ দুটি ভবনই নিউ ইয়র্ক সিটিতে।





Eppe Man, 2003

Pure pigment on galvanized steel, 36 x 36 in. (91,4 x 91,4 cm)

*Courtesy of the artist, and Sundaram Tagore Gallery, New York, New York*

ইপ ম্যান, ২০০৩

গ্যালভানাইজড স্টিলের ওপর পিগমেন্ট ৩৬ গুনন ৩৬ ইঞ্চি  
শিল্পী ও সুন্দরম ঠাকুর গ্যালারি, নিউ ইয়র্ক, নিউ ইয়র্কের সৌজন্যে

## Hughie Lee-Smith (born 1915)

Hughie Lee-Smith is one of America's foremost contemporary African American artists. Lee-Smith was born in Eustis, Florida, but his family moved north when he was a boy, settling in Cleveland, Ohio. There he studied at the Karamu House, one of the nation's oldest African-American cultural institutions for artists and performers, and later at the Cleveland School of Art. He transferred to Wayne State University in Detroit, where he completed a Bachelor of Science degree in art education. He continued to live and work in Detroit until 1969, when he accepted a two-year appointment as artist-in-residence at Howard University in Washington, D.C. Since 1972 he has taught at the Art Students League in New York City.

In 1985 a Hughie Lee-Smith Retrospective was exhibited at the New Jersey State Museum, and traveled subsequently to the Cultural Center in Chicago, the Studio Museum in Harlem, New York, and the Butler Institute of American Art in Youngstown, Ohio.

## হিউই লী-স্মিথ (জন্ম ১৯১৫)

সমসাময়িককালে আমেরিকায় প্রথম সারির আফ্রিকান-আমেরিকান শিল্পীদের অন্যতম হিউই লী-স্মিথ। ফ্লোরিডার ইয়ুসটিসে জন্মগ্রহণ করেন লী-স্মিথ, তবে তাঁর বালক বয়সে তাঁর পরিবার উত্তরাঞ্চলে সরে গিয়ে ওহাইওর ক্লিভল্যান্ডে পাকাপাকিভাবে বসবাস শুরু করে। সেখানে তিনি শিক্ষাগ্রহণ করেন কারামু হাউসে, শিল্পী ও কলাকারদের জন্য এটি হচ্ছে দেশের অন্যতম প্রাচীন আফ্রিকান-আমেরিকান সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। অতঃপর তিনি যান ক্লিভল্যান্ড স্কুল অফ আর্ট। সেখান থেকে ডেট্রয়েটে ওয়েন স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ে কলাশিক্ষায় স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করেন। ১৯৬৯ সালে ওয়াশিংটন ডি.সি.-তে হাওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই বছরের জন্য আর্টিস্ট-ইন-রেসিডেন্স হিসেবে নিয়োগ লাভের আগে তিনি ডেট্রয়েটেই বসবাস ও কাজ করেন। ১৯৭২ সাল থেকে তিনি নিউ ইয়র্ক সিটিতে আর্ট স্টুডেন্টস লীগে শিক্ষকতা করেছেন।

১৯৮৫ সালে নিউ জার্সি স্টেট মিউজিয়ামে হিউই লী-স্মিথের বাছাই করা চিত্রকর্মের প্রদর্শনী হয়। পরে সেই প্রদর্শনী নিয়ে যাওয়া হয় শিকাগোর সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে, নিউ ইয়র্কের হার্লেমে স্টুডিও মিউজিয়ামে এবং ওহাইওর ইয়াংসটাউনে বাটলার ইন্সটিটিউট অব আমেরিকান আর্টে।



**Morning, 1988**

Oil on canvas, 12 x 16 in. (30,5 x 40,6 cm)

*Courtesy of the artist and June Kelly Gallery, New York, New York*

**মর্নিং, ১৯৮৮**

তৈল চিত্র ১২ গুণন ১২ ইঞ্চি

শিল্পী ও জুন কেলি গ্যালারি, নিউ ইয়র্ক, নিউ ইয়র্কের সৌজন্যে

## Sandra Lerner (born 1936)

Sandra Lerner was born in New York City where she currently lives and works. She received her Bachelor of Fine Arts degree from Hofstra University, Long Island, New York, in 1978, and in 1981 traveled to Kyoto and Sumera, Japan, to study calligraphy and philosophy. Lerner has received numerous awards including the Benjamin Altman Prize from the National Academy of Design, New York, and the Anne Eisner Putnam Prize from the National Association of Women Artists. She is represented in numerous public and private collections including the Aldrich Museum of Contemporary Art, Ridgefield, Connecticut; the Heckscher Museum, Huntington, New York; and the Kampo Museum, Kyoto, Japan.

Lerner's paintings, with their muted abstract forms and rhythms, interweave the scientific analysis of particle physics with the intuitive mysticism of Taoism, in which the "cosmos is seen as one inseparable reality and in which there is an inter-relationship of all things." Lerner gives us, in her words, "a world of sparkling energy, a chaos beneath an order of continual creation, annihilation and transformation."

*Courtesy of the June Kelly Gallery, New York, New York*

## স্যান্ড্রা লার্নার (জন্ম ১৯৩৬)

স্যান্ড্রা লার্নার জন্মগ্রহণ করেন নিউ ইয়র্ক সিটিতে। এখন সেখানেই তিনি বসবাস ও কাজ করছেন। ১৯৭৮ সালে তিনি নিউ ইয়র্কের লং আইল্যান্ডে হফ্‌স্টা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চারুকলায় স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করেন এবং ১৯৮১ সালে জাপানের কিয়োতো ও সুমেরায় যান লিপিকলা ও দর্শন অধ্যয়নের উদ্দেশ্যে। লার্নার অনেকগুলো পুরস্কার পেয়েছেন, তার মধ্যে দুটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো, নিউ ইয়র্কের ন্যাশনাল একাডেমী অব ডিজাইন প্রদত্ত বেঞ্জামিন অল্টম্যান পুরস্কার এবং ন্যাশনাল এ্যাসোসিয়েশন অব উইমেন আর্টিস্ট প্রদত্ত এ্যান আইসনার পুটনাম পুরস্কার। বহু সরকারী ও ব্যক্তিগত সংগ্রহে তাঁর চিত্রকর্ম স্থান পেয়েছে, এগুলোর কয়েকটি হচ্ছে এ্যালডিচ মিউজিয়াম অব কনটেম্পোরারি আর্ট, রিজফিল্ড, কানেকটিকাট; হেকসার মিউজিয়াম, হানটিংটন, নিউ ইয়র্ক এবং কাম্পো মিউজিয়াম, কিয়োতো, জাপান।

লার্নারের চিত্রকলায় বিমূর্ত আঞ্জিক ও ছন্দের ভূবনে ভৌত কণিকার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের সঙ্গে তাওবাদী মরমী সাধনার মিশ্রণ লক্ষ্যণীয়, যে মরমী ধারণায় "বিশ্বরক্ষা হুচ্ছে এক অবিচ্ছিন্ন চালচিত্র, যেখানে সকল বস্তু একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে জড়িত।" লার্নার, তাঁর ভাষায়, আমাদের যা উপহার দেন তা হচ্ছে, "তরতাজা জীবনীশক্তি, অবিচ্ছিন্ন সৃষ্টি প্রবাহের নিগুঢ় বিশৃঙ্খলা, বিধ্বংস এবং পরিবর্তনের একটি ব্যাপক চিত্র।"

জুন কেলি গ্যালারি, নিউ ইয়র্ক, নিউ ইয়র্কের সৌজন্যে



**Particle Mist II, 1996**

Mixed media on linen, 66 x 28 ½ in. (167,6 x 72,4 cm)

*Courtesy of the artist and June Kelly Gallery, New York, New York*

**পার্টিক্ল মিষ্ট ২, ১৯৯৬**

লিনেনের ওপর মিশ্র মাধ্যম ৬৬ গুণন ২৮.৫ ইঞ্চি

শিল্পী এবং জুন কেলি গ্যালারি, নিউ ইয়র্ক, নিউ ইয়র্কের সৌজন্যে

## Michael Molly (born 1948)

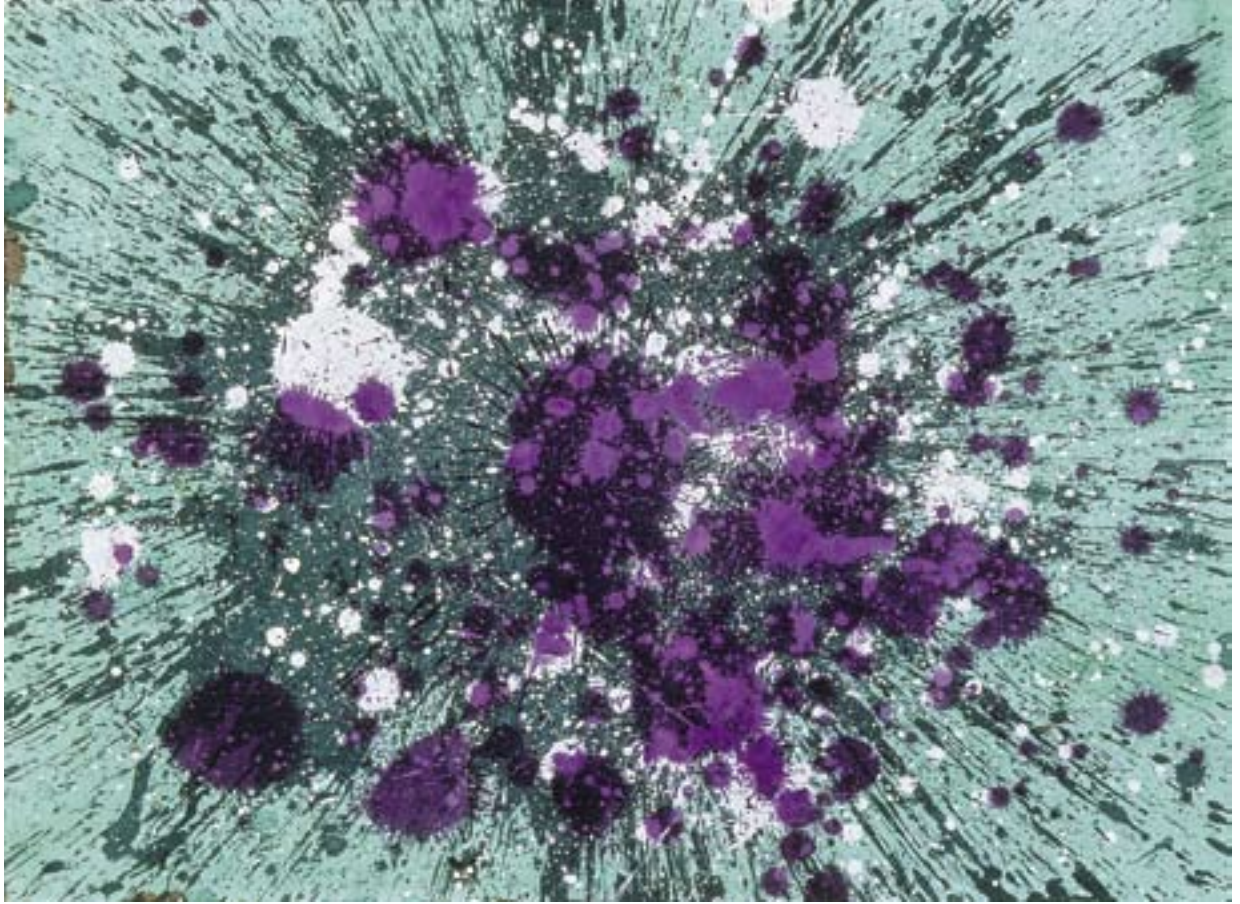
Michael Molly says of his paintings that they are an “exploration of complex compositional tensions that are created by layers of paint.” That “there are numerous types of energy. The choice of the specific colors, their intensity and value, in addition to the juxtaposition, establishes the specific theme – the type of energy explored in the individual painting.”

Michael Molly received his Bachelor of Fine Arts degree from Temple University, Philadelphia, Pennsylvania, where he studied art and theatre. After receiving his Master of Fine Arts degree from New York University’s School of the Arts and developing a successful career as a film art director, he returned to painting. Molly began copying the old masters to sharpen his skills, which led him to a career of painting replicas. Of his later move towards abstraction Molly says, “Learning to effectively combine abstraction with representation took some time. It was worth the effort though – the process taught me a great deal, especially about composition.”

## মাইকেল মলি (জন্ম ১৯৪৮)

মাইকেল মলি তাঁর নিজের চিত্রকলা সম্পর্কে বলেছেন, “এগুলো হচ্ছে পর্যায়ক্রমে রঙের ব্যবহারের মাধ্যমে সৃষ্ট এক জটিল কম্পোজিশনের দ্বন্দ্বিকতা অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা।” তিনি বলেন, “আমাদের জীবনীশক্তির চিত্রটি বহুমাত্রিক। বিশেষ ধরনের রঙ বেছে নেয়া, সেগুলোর প্রগাঢ়তা ও শৈল্পিক মূল্য, শিল্পকর্মে সেগুলোর অবস্থান, এসবের সংমিশ্রনেই তৈরি হয় একটি নির্দিষ্ট থিম – যে বিশেষ জীবনচর্যাকে খুঁজে ফেরেন শিল্পী তাঁর বিশেষ কোন চিত্রকর্মে।”

মাইকেল মলি পেনসিলভানিয়ায় ফিলাডেলফিয়ার টেম্পল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন কলাবিদ্যা ও থিয়েটারে। নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অফ দি আর্টস থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জনের পর ফিল্মে আর্ট ডিরেক্টর হিসেবে প্রচুর সাফল্য লাভ করেন। অতঃপর ফিরে আসেন ছবি আঁকার ভুবনে। মলি তাঁর কুশলতাকে তীক্ষ্ণ করে তোলার উদ্দেশ্যে পুরনো দিনের শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের চিত্রাংকনের অনুকরণ করতে থাকেন। এর ফলে তিনি হয়ে ওঠেন রোপ্সিকা অংকনের ক্ষেত্রে এক সফল পেশাজীবী। পরবর্তীতে বিমূর্ত চিত্রকলার দিকে অগ্রসর হবার কারণ সম্পর্কে মলি বলেন, “চিত্রকলায় বিমূর্ততার কার্যকর সন্নিবেশনের প্রক্রিয়া অধিগত করতে বেশ সময় লেগেছিলো। এই প্রচেষ্টার ফলও অবশ্য আমি পেয়েছি – এ থেকে শিখতে পেরেছি অনেক কিছুই, বিশেষ করে কম্পোজিশন বিষয়ে।”



Untitled 4.20.02, 2002

Acrylic on paper, 24 x 32 in. (61 x 81,3 cm)

*Courtesy of the artist, New York, New York*

শিরোনামহীন ৪.২০.০২, ২০০২

কাগজের ওপর অ্যাক্রিলিক ২৪ গুণন ৩২ ইঞ্চি

শিল্পীর সোজন্যে, নিউ ইয়র্ক, নিউ ইয়র্ক

## Jeanne Moutoussamy-Ashe (born 1951)

Born in 1951 in Chicago, Moutoussamy-Ashe is best known for her street photography, which features the everyday triumphs and defeats of families residing on Daufuskie Island in South Carolina. She received her Bachelor of Fine Arts degree from the Cooper Union for the Advancement of Science and Art in New York City. Her photographs are in many collections including the Akron Art Museum, Ohio; the Houston Museum of Fine Arts, Texas; and the Whitney Museum of American Art, New York. Moutoussamy-Ashe is also noted for her extensive research which investigates the lives and photographic work of forgotten black women photographers over the last century. As a result of her research, Moutoussamy-Ashe published *Viewfinders: Black Women Photographers* (New York: Dodd, Mead & Company, 1986).

## জিন মওটোসামি-এ্যাশ (জন্ম ১৯৫১)

শিকাগোতে ১৯৫১ সালে জন্মগ্রহণ করেন মওটোসামি-এ্যাশ। পথ-চলতি দৃশ্যের ছবি তুলে তিনি সর্বাধিক পরিচিতি লাভ করেন। এসব ছবিতে বিধৃত হয়েছে সাউথ ক্যারোলাইনার ডাকুস্কি দ্বীপে বসবাসকারী পরিবারসমূহের দৈনন্দিন জীবনের জয়-পরাজয়ের টুকরো টুকরো প্রতিরূপ। তিনি নিউ ইয়র্ক সিটির কুপার ইউনিয়ন ফর দি এ্যাডভান্সমেন্ট অব সায়েন্স এ্যান্ড আর্ট থেকে চারুকলায় স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন। তার ছবি অসংখ্য সংগ্রহে স্থান পেয়েছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে, এ্যাক্রন আর্ট মিউজিয়াম, ওহাইও; হিউস্টন মিউজিয়াম অব ফাইন আর্টস, টেক্সাস এবং হুইটনি মিউজিয়াম অব আমেরিকান আর্ট, নিউ ইয়র্ক। গত শতাব্দীর বিস্মৃত আফ্রো-আমেরিকান মহিলা আলোকচিত্র শিল্পীদের জীবনচর্যা এবং চিত্রগ্রহণের কাজ সম্পর্কে বিশ্লেষণী অনুসন্ধান ও ব্যাপক গবেষণার জন্যেও মওটোসামি-এ্যাশ বিশেষভাবে স্মরণীয়। তাঁর এই গবেষণা-কর্ম প্রকাশিত হয়েছে ভিউফাইন্ডারস্: ব্ল্যাক উইমেন ফটোগ্রাফারস নামক গ্রন্থে।





**The Wedding Dance, NYC, 2000**

Gelatin silver print, 20 x 24 in. (50,8 x 61 cm)

*Courtesy of the artist and June Kelly Gallery, New York, New York*

**দা ওয়েডিং ড্যান্স, নিউ ইয়র্ক সীট, ২০০০**

জিলাটিন সিলভার প্রিন্ট ২০ গুণন ২৮ ইঞ্চি

শিল্পী এবং জুন কেলি গ্যালারি, নিউ ইয়র্ক, নিউ ইয়র্কের সৌজন্যে

## Donna Sharrett (born 1958)

Donna Sharrett's work addresses the materials, objects, and rituals of memorial, referencing nineteenth century *memento mori* objects, and religious and cultural traditions. The works from the *Mementos* series (1998-2001) are composed of rose petals, synthetic hair, glass beads, and in some instances, embroidered motifs. They are titled with phrases from letters written by Virginia Sharrett, her late mother. Traditional needlework techniques (crochet, needle lace, and embroidery) are used to create the objects in both series. The materials are used for their symbolic significance. In 2000 a suite of monoprints titled *Jottings* was created with a *chine collé* process printed on handmade paper made of Iris leaves and synthetic hair.

Donna Sharrett lives and works in New York City. Her work has been exhibited at the Everson Museum of Art, the Bronx Museum of the Arts, and the Katonah Museum, all in New York; and the John Michael Kohler Arts Center, Sheboygan, Wisconsin. It is in the permanent collections of the Museum of Contemporary Arts and Design, New York, and the Jane Voorhees Zimmerli Museum, Rutgers University, New Brunswick, New Jersey.

## ডোনা শ্যারেট (জন্ম ১৯৫৮)

উনিশ শতকের বিভিন্ন স্মৃতিবাহী বস্তু, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অঙ্গীভূত উপকরণ, বস্তু ও স্মৃতিতর্পণের বিষয় ডোনা শ্যারেটের কাজকে বিশিষ্টতা দান করেছে। “মেমেন্টো” সিরিজের (১৯৯৮-২০০১) এই শিল্পকর্মগুলোয় রয়েছে গোলাপ ফুলের পাপড়ি, কৃত্রিম চুল, কাচের পুঁতি, এবং কোন কোনটায়, সুচীকর্মের ব্যবহার। তাঁর বিদেহী জননী, ভার্জিনিয়া শ্যারেটের লেখা চিঠিপত্র থেকে চয়িত শব্দ বা শব্দগুচ্ছ থেকে এগুলোর নামকরণ করা হয়েছে। চিরাচরিত সুচীকর্ম কোঁশলের (কুরুশ, সুচ দিয়ে তৈরি লেস এবং সুচীকর্ম) ব্যবহার করা হয়েছে এই দুটি সিরিজের শিল্পকর্মে। প্রতীকী তাৎপর্যের বিষয় বিবেচনায় রেখেই এসব উপকরণ ব্যবহার করা হয়েছে। আইরিস পাতা ও কৃত্রিম চুলের সাহায্যে হাতে তৈরি কাগজে চাইন কোলে পদ্ধতিতে ২০০০ সালে তিনি সৃষ্টি করেছিলেন “জটিংস” নামে একগুচ্ছ মনোপ্রিন্ট।

ডোনা শ্যারেট নিউ ইয়র্ক সিটিতে বসবাস ও কাজ করেন। এভারসন মিউজিয়াম অব আর্ট, সিরাকিউজ, ব্রঙ্ক মিউজিয়াম অব দি আর্টস, জন মাইকেল কোহলার আর্টস সেন্টার এবং ক্যাটোনা মিউজিয়ামে তাঁর শিল্পকর্মের প্রদর্শনী হয়েছে। নিউ ইয়র্কে মিউজিয়াম অব কনটেম্পোরারি আর্টস এ্যান্ড ডিজাইন এবং জেন ভুরহিস জিয়ারলি মিউজিয়াম, রুটগার বিশ্ববিদ্যালয়, নিউ জার্সিতে রক্ষিত সংগ্রহে তাঁর শিল্পকর্ম স্থান পেয়েছে।



### Jotting 30, 2000

Monotype, 20 ¾ x 19 ¼ in. (52,7 x 48,9 cm)

*Courtesy of the artist and Cheryl Pelavin Fine Art,  
New York, New York*

### Jotting 37, 2000

Monotype, 20 ¾ x 19 ¼ in. (52,7 x 48,9 cm)

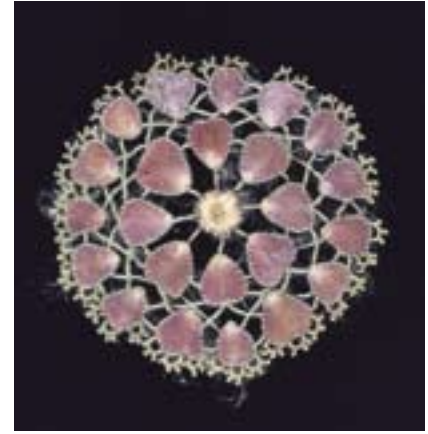
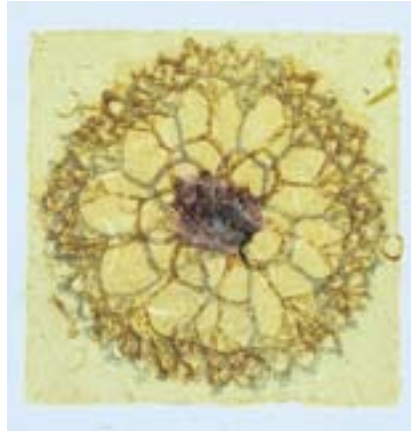
*Courtesy of the artist and Cheryl Pelavin Fine Art,  
New York, New York*

### Having a Quiet Time:

#### The 38th Memento, 2000-2001

Roses, beads, fabric, and synthetic hair,  
12 x 12 in. (30,5 x 30,5 cm)

*Courtesy of the artist, Cheryl Pelavin Fine Art,  
and Pavel Zoubok Gallery, New York, New York*



### জটিং ৩০, ২০০০

মনোটাইপ ২০.৭৫ গুণন ১৯.২৫ ইঞ্চি  
শিল্পী এবং চেরিল পেলাভিন ফাইন আর্ট  
নিউ ইয়র্কের সৌজন্যে

### জটিং ৩৭, ২০০০

মনোটাইপ ২০.৭৫ গুণন ১৯.২৫ ইঞ্চি  
শিল্পী এবং চেরিল পেলাভিন ফাইন আর্ট  
নিউ ইয়র্কের সৌজন্যে

### হেভিং এ কোয়ায়েট টাইম

৩৮-তম স্মারক, ২০০০-২০০১

গোলাপ, পুঁতি, কাপড় ও কৃত্রিম চুল

১২ গুণন ১২ ইঞ্চি

শিল্পী এবং চেরিল পেলাভিন ফাইন আর্ট  
নিউ ইয়র্কের সৌজন্যে

## Joan Vennum (born 1930)

A native New Yorker, Joan Vennum studied art at the University of Illinois at Urbana-Champaign, and at Washington University in St. Louis, Missouri. Her main inspirations have been the paintings of Piet Mondrian, Willem de Kooning and, particularly, the Dutch old masters in the use of space and detail.

Two events affected Vennum's artistic point of view during her early development. As a child she was mesmerized by the New York Planetarium's simulation of the universe and the vastness and mystery of space. Then, as an adult, a trip to Sicily revealed to her the impact of weather on the landscape, and she was entranced by the coming together of the elements on the horizon, and the sea. As Vennum explains, "My goal is to express a large concept visually using what appear to be the simplest forms."

Vennum's works are included in the public collections of the Museo Civico, Taverna, Italy; the Konstmuseet, Uttersberg, Sweden; the Brooklyn Museum of Art, Brooklyn, New York; and the Skandia Forsakringsbolag, Stockholm, Sweden.

In addition to painting, Vennum also produces prints and collaborates with other artists on dance and film projects, notably *Light Paintings and Projection* with dancer Sally Gross, which was performed in numerous venues from 1981 to 1985.

## জোন ভেনাম (জন্ম ১৯৩০)

নিউ ইয়র্কের আজন্ম বাসিন্দা জোন ভেনাম শিল্পকলা বিষয়ে অধ্যয়ন করেন আরবানা-শ্যামপেনে ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং মিসৌরীর সেন্ট লুইসে ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ে। তিনি যাদের চিত্রকর্ম থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করেন, তাঁরা হচ্ছেন পিয়েট মনডারিন, উইলেম দ্য কুনিং এবং বিশেষ করে সেইসব স্বনামধন্য ডাচ শিল্পীবৃন্দ যারা পরিসর ও ডিজাইনের ব্যবহারে ছিলেন সুদক্ষ।

শিল্পী জীবনের সূচনালগ্নে দুটি ঘটনা ভেনামের শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে সাহায্য করে। শিশু বয়সে তিনি নিউ ইয়র্ক প্ল্যানেটারিয়ামে বিশ্বজগতের প্রতিচ্ছবি এবং শূন্যতার বিশালতা ও রহস্য অবলোকন করে অভিভূত হয়ে যান। পরে, পরিণত বয়সে, সিসিলি ভ্রমণকালে বিশাল ভূদৃশ্যের ওপর আবহাওয়ার প্রভাব এবং দিকরেখা ও সমুদ্রে ঝড়-ঝঞ্ঝা ও আলোছায়ার খেলা প্রত্যক্ষ করে প্রবল রোমাঞ্চ অনুভব করেন। ভেনাম বলেন, "আমার লক্ষ্য হচ্ছে খুব সাদামাটা ফর্ম ব্যবহারের মাধ্যমে একটি বিরাট ধারণাকে গোচরীভূত করে তোলা।"

যেসব বিখ্যাত সংগ্রহশালায় ভেনামের শিল্পকর্ম স্থান পেয়েছে, সেগুলো হচ্ছে, মিউসিও সিভিকো, ট্যাবানা, ইটালি; কন্স্টম্যাসিট, উটারসবার্গ, সুইডেন; ব্রুকলিন মিউজিয়াম অব আর্ট, ব্রুকলিন, নিউ ইয়র্ক; এবং স্ক্যান্ডিনাভিয়া ফরসাক্রিংসবোলাগ, সুইডেন।

চিত্রাংকন ছাড়াও, ভেনাম প্রিন্ট তরী করেন এবং নৃত্য ও ফিল্মে অন্য শিল্পীদের সহযোগী হয়ে কাজ করেন। নৃত্যশিল্পী স্যালি গ্রসের সঙ্গে তাঁর একটি বিশেষ কলাকারি হচ্ছে লাইট পেনটিংস এ্যান্ড প্রোজেকশন। ১৯৮১ থেকে ১৯৮৫ সময়কালে অসংখ্য স্থানে এটি অনুষ্ঠিত হয়েছে।



Swarm, 1996

Oil on canvas, 60 x 48 in. (152,4 x 121,9 cm)

*Courtesy of the artist and Sundaram Tagore Gallery, New York, New York*

সোয়ার্ম, ১৯৯৬

তৈলচিত্র ৬০ গুণন ৪৮ ইঞ্চি

শিল্পী ও সুন্দরম ঠাকুর গ্যালারি, নিউ ইয়র্ক, নিউ ইয়র্কের সোজন্যে

## Acknowledgments

## কৃতজ্ঞতা স্বীকার

### WASHINGTON

Anne Johnson, Director, ART in Embassies Program  
Imtiaz Hafiz, Curator  
Pamela Richardson Jones, Registrar  
Marcia Mayo, Publications Editor  
Sally Mansfield, Publications Projects Coordinator

### ওয়াশিংটন

এ্যান জনসন, পরিচালক, আর্ট ইন এমবাসীস কর্মসূচী  
ভার্জিনিয়া শোর, কিউরেটর  
ইমতিয়াজ হাফিজ, সহকারী কিউরেটর  
প্যামেলা রিচার্ডসন জোনস, রেজিস্ট্রার  
মার্সিয়া মেয়ো, প্রকাশনা সম্পাদক  
স্যালি ম্যান্সফিল্ড, প্রকাশনা প্রকল্প সমন্বয়কারী  
প্যাট্রিক ব্রাউন, প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

### DHAKA

Michelle Jones, Cultural Attaché  
Nicholas Dinkel, Supervisory General Services Officer  
Anowarul Hoque, Systems Manager  
Humayun Kabir, Cultural Specialist  
Mahbubul Alam, Information Specialist  
Abu Naser, Information Specialist  
Abu Md. Mazhar, Photographer

### ঢাকা

মিশেল জোনস, কালচারাল এ্যাটাশে  
নিকোলাস ডিনকেল, সুপারভাইজার জেনারেল সার্ভিসেস অফিসার  
হুমায়ুন কবীর, কালচারাল স্পেশালিস্ট  
মাহবুবুল আলম, ইনফরমেশন স্পেশালিস্ট  
আবু নাসের, ইনফরমেশন স্পেশালিস্ট  
আবু মোহাম্মদ মাজহার, চিত্রগ্রাহক  
আনোয়ারুল হক, সিস্টেমস ম্যানেজার

### VIENNA

Nathalie Mayer, Graphic Design

### ভিয়েনা

ন্যাথালি মায়ার, গ্রাফিক ডিজাইন



